প্রশিক্ষণার্থী ইমামদের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি/নিয়মাবলী

সাধারণ নির্দেশনাঃ

১.০ প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন সময় আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ ও করণীয়ঃ

১.১ ভর্তির পরে হোস্টেলের কক্ষ এবং নির্ধারিত সিট চিনে নিতে হবে।

১.২ অফিস থেকে দেয়া ক্লাশ রুটিন, প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি যথাসময়ে নিতে হবে।

১.৩ ইমামদের মধ্য থেকে মনোনীত প্রধান মনিটর, খাদ্য মনিটর, ক্লাশ মনিটর ও অন্যান্য মনিটরদের নাম জেনে নিতে হবে।

২.০ প্রশিক্ষণ সংক্রামন্তঃ

২.১ প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ৩০০/-টাকা হারে ৪৫ দিনের ১৩,৫০০/-টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা ৩ কিসিন্তে পরিশোধ করা হবে। তবে প্রথম ২ কিসিন্তে খাওয়া ও পকেট খরচ বাবদ ৬,০০০/-টাকা দেয়া হবে। উলেস্নখ্য যে, শেষ কিসিন্তর ৭,৫০০/-টাকা দ্বারা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে কোন ক্ষুদ্র প্রকল্প বাসন্তবায়ন করতে হবে। প্রশিক্ষণের ৩৫ তম দিবসে নির্ধারিত ছকে একাডেমী প্রধানের নিকট প্রকল্প প্রসন্তাব দাখিল করতে হবে। প্রকল্প প্রসন্তাব যাচাই করার পর ৩য় কিসিন্তে অর্থাৎ প্রশিক্ষণ শেষে বিদায় নেয়ার দিন বাদবাকী ৭,৫০০/-টাকা প্রদান করা হবে। ভাতা গ্রহণকালে রাজস্ব টিকেটের জন্য ১০/- টাকা জমা দিতে হবে।

৩.০ প্রশাসন সংক্রামন্তঃ

৩.১ বিনানুমতিতে রাত ১০.০০ টা থেকে ভোর ৪.৩০ টার মধ্যে কোন প্রশিক্ষণার্থী ইমাম হোস্টেল থেকে বাহিরে যেতে পারবেন না এবং রাত ১০.০০ টার পর হোস্টেলের বাহিরে অবস্থান করতে পারবেন না।

৩.২ কোন অবস্থাতেই সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ছাড়া ক্লাশে অনুপস্থিত থাকা যাবে না। বিনা অনুমতিতে এক বা একাধিক ক্লাশে অনুপস্থিতি এবং ক্লাশে অহেতুক বিলম্বের জন্য একদিনের সম্পূর্ণ ভাতা কর্তন করা হবে। পর পর তিন দিন অনুপস্থিত থাকলে সে প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তি বাতিল করা হবে।

৩.৩ প্রশিক্ষণার্থী ইমামদের কোন মেহমান হোস্টেলে প্রবেশ করতে বা অবস্থান করতে পারবেন না। কেউ কোন ইমামের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলে সেই প্রশিক্ষণার্থীকে ভিজিটরস রুমে ডেকে দেয়া হবে।

৩.৪ কোন ব্যক্তি হোস্টেলে ইমামদের নিয়ে কোনরুপ সভা বা আলোচনার আয়োজন করতে বা অনুরুপ আয়োজিত কোন সভা বা আলোচনা সভায় যোগ দিতে বা বক্তব্য রাখতে পারবেন না।

৩.৫ প্রশিক্ষণকালীন কোন ইমাম নিজেকে কোন প্রকার দলাদলী বা রাজনৈতিক তৎপরতায় জড়িত করবেন না ; করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৩.৬ কোন ইমাম অপর ইমামের পড়াশুনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার নাম প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে বাদ দেয়া হবে।

৩.৭ একাডেমী কর্তৃক সরবরাহকৃত মেসের খাবারের তালিকা যথাযথ অনুসরণ করতে হবে।

৩.৮ সকল ইমামকে হোস্টেলে থাকতে ও মেসে খেতে হবে এবং ১ (এক) দিন পূর্বে অবহিত না করে মেসে না খেলে খাবার টাকা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে ।

৩.৯ খাদ্য মনিটর মিল প্রতি খাবার হিসাব অফিস কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রদান করবেন।

৩.১০ হোস্টেলে নিজ কক্ষ, বিছানাপত্র পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখতে হবে।

৩.১১ সময়মত ডাইনিং রুমে বসে খেতে হবে। হোস্টেলে খাবার নেয়া যাবে না।

৩.১২ কোন কর্মচারী বা বাবুর্চীদের দায়িতব পালনে বা তাদের আচরণে কোন ত্রুটি বা অন্যায় পরিলক্ষিত হলে তা প্রধান মনিটরের মাধ্যমে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাকে জানাতে হবে এবং কোন মতে কোন ইমাম অত্র একাডেমীর কর্মচারী বা বাবুর্চীদের সাথে সরাসরি কোন বিষয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করবেন না। আপনার সমস্যার বিষয়ে প্রয়োজনে সংশিস্নষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

৩.১৩ হোস্টেলের গোসলখানা, পায়খানা, পেশাবখানা ও পারিপার্শিবক পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং কেউ কোন অবস্থাতেই ভাত, পানের পিক, থুথু, কফ বা কোন উচ্ছিষ্ট খাবার নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া যেখানে সেখানে ফেলবেন না।

৩.১৪ অযথা পানির কল ছেড়ে রাখবেন না বা নির্ধারিত স্থান ছাড়া গোসল করা যাবে না বা কাপড় চোপড় ধোয়া যাবে না এবং গোসলখানায় যে কোন যন্ত্রপাতি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করবেন। বিশেষতঃ ত্রম্নটিপূর্ণ বিদ্যুৎ সংযোগ স্পর্শ করা যাবে না এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। বেসিনে কাপড় ধোয়া বা অযু করা যাবে না।

৩.১৫ মালামাল নিজের দায়িতেব রাখতে হবে । প্রয়োজন মনে করলে মূল্যবান মালামাল কেয়ার টেকারের নিকট জমা রাখা যেতে পারে।

৩.১৬ কোন অবস্থাতেই ধুমপান করা যাবে না।

৩.১৭ হোস্টেলের কোন মালামালের যাতে সামান্যতম ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

৩.১৮ নৈতিকতা বর্জিত ও শরিয়ত বিরোধী যে কোন আচরণ অত্যমত্ম কঠোর দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং প্রমাণিত হলে ভর্তি বাতিল হবে।

৪.০ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিতঃ

৪.১ শ্রেণীবন্টনসূচী মোতাবেক ক্লাশ আরম্ভ হওয়ার অমত্মতঃ ৫ (পাঁচ) মিনিট আগে কক্ষ মনিটরের নেতৃত্বে শ্রেণী কক্ষে উপস্থিত হতে হবে। গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতিত ক্লাশে বিলম্বের জন্য ভাতা কর্তন করা হবে।

৪.২ কাগজ পেন্সিল বা কলম ইত্যাদি নিয়ে ক্লাশে যেতে হবে।

৪.৩ প্রত্যেক দিনের আলোচনা ও আলোচ্য বিষয় থেকে সরবরাহকৃত খাতায় প্রয়োজনীয় নোট লিখতে হবে।

৪.৪ বক্তব্য শেষে বা দশ মিনিট পূর্বে প্রাসংগিক কোন প্রশ্ন থাকলে তা কাগজে লিখে সংশিস্নষ্ট প্রশিক্ষককে দিতে হবে এবং আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত কোন প্রশ্ন করা যাবে না।

৪.৫ দৈনন্দিন আলোচনার বিষয়ে ক্লাশে আসার পূর্বে পড়ে আসতে হবে।

৪.৬ নিজে প্রতিটি বিষয়ের উপর লিখতে চেষ্টা করবেন। বিষয়ভিত্তিক প্রকাশনার উপযুক্ত লেখা হলে তা আল ইমামত পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৭ পরিচ্ছন্ন, মার্জিত ও ইমামতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোষাক পরিধান করে প্রশিক্ষণ ক্লাশে আসতে হবে। লুঙ্গি পরিধান করে ক্লাশে আসা যাবে না।

৪.৮ শ্রেণী কক্ষে অনাবশ্যক আসা-যাওয়া বা হাটা চলা করা যাবে না । অন্যের বিরক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এমন কোন কাজ করা যাবে না।

৫.০ সাধারণ বিবেচ্য বিষয়ঃ

৫.১ এই প্রশিক্ষণ কোর্সকে কিভাবে আরো বাসত্মবধর্মী এবং আরও ফলপ্রসু করা যায় সে ব্যাপারে লিখিতভাবে আপনার মতামত/পরামর্শ দিতে পারেন।

৫.২ ধৈর্য্য,সহিষ্ণুতা, বিশবস্থতা, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি আদর্শগুণে ভূষিত হয়ে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করে স্মরণীয় হয়ে থাকুন।

৫.৩ মনে রাখবেন অধিকার ও দায়িতববোধ পরস্পর পরিপূরক।

৫.৪ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবেন।

৫.৫ প্রশিক্ষকগণের সাথে প্রশিক্ষণার্থী সুলভ আচরণ করে মধুর সম্পর্ক স্থাপন করম্নন।

৫.৬ প্রশিক্ষক মূল্যায়ন ফরম যথারীতি পূরণ করে ক্লাশ মনিটরের মাধ্যমে জমা দিন।

৫.৭ সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর অবশ্য কর্তব্য । কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কোন পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলে তাকে সনদপত্র প্রদান করা হবে না।

(ফারম্নক আহমেদ মুন্সী)
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী

(মুহাম্মদ তাহের হোসেন)
পরিচালক
ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী